1 ভূমিকা
(Introduction)

1.1. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা
(Definition of Economic Development) :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সর্বসম্মত সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে একটি সংজ্ঞার মাধ্যমে প্রকাশ করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তবে অধ্যাপক Meier এবং Baldwin অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা অনেকখানি সন্তোষজনক। সংজ্ঞাটি বেশ সহজ ও সরল। অধ্যাপক Meier এবং Baldwin-এর মতে, **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায়** (Economic development is a process through which the per capita real national income of a country increases over a long period of time)। এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে **অর্থনৈতিক উন্নয়নের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য** দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমত, এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ল একটি প্রক্রিয়া। এর অর্থ হ'ল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। বিভিন্ন অর্থনৈতিক শক্তি একে অপরের সহিত নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা নানা ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। এই বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাতকেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া বলা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যে শক্তিগুলি কাজ করে, তাদের ঘাত-প্রতিঘাত বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে যে ফলশ্রুতি ঘটে সেটি হল মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। আমরা জানি যে, কোনো দেশের প্রকৃত আয়কে সেই দেশের জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে গেলে এই মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়তে হবে। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়তে হলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হতে হবে। জাতীয় আয় যদি জনসংখ্যা অপেক্ষা কম হারে বাড়ে বা জাতীয় আয় যদি জনসংখ্যার সঙ্গে সমান হারে বাড়ে তাহলে মাথাপিছু আয় কমবে অথবা একই থাকবে। তখন তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। সুতরাং, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হওয়া প্রয়োজন। তবেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়া প্রয়োজন। যদি উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে এবং শুধুমাত্র দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বাড়তে থাকে তাহলে টাকার অঙ্কে মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে, কিন্তু মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ছে না। তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়া প্রয়োজন। আর সেজন্য প্রয়োজন দেশের দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

চতুর্থত, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ঘটলে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে। বাণিজ্য চক্রের ফলে স্বল্পকালে মাথাপিছু আয় বাড়তে বা কমতে পারে। এখন, যদি দেখা যায় যে, স্বল্পকালে মাথাপিছু আয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটলেও দীর্ঘকালে মাথাপিছু আয় গড়ের উপর বেড়েছে বা দীর্ঘকালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির একটি প্রবণতা বা গতিধারা (trend) রয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, স্বল্পকালে আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটছে, কিন্তু দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির কোন প্রবণতা বা গতিধারা লক্ষ করা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে না বলেই ধরতে হবে। আর একটি কারণেও মাথাপিছু আয়ের দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মাথাপিছু প্রকৃত আয় দীর্ঘকালব্যাপী

বৃদ্ধি পায়। এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয়কে যদি দীর্ঘকালব্যাপী বাড়তে হয় তাহলে উন্নয়নের প্রক্রিয়াকেও একটি দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া হতে হবে। দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়ার মধ্যে দেশের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার, মূলধন গঠন, কৃৎকৌশলের উন্নতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সামাজিক সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন, জনসাধারণের ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ প্রভৃতি। এই বিষয়গুলির পরিবর্তন দীর্ঘকালেই সম্ভব। আর এই সমস্ত পরিবর্তনই একাধারে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণ ও ফল।

অবশ্য মায়ার ও বলড্উইনের সংজ্ঞার মধ্যেও কিছুটা অসম্পূর্ণতা আছে। **প্রথমত**, এই সংজ্ঞায় জনসাধারণের আয় বণ্টনের বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা জানি যে, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। যদি দেশের কেবলমাত্র ধনীদের আয় বাড়ে এবং গরীবদের আয় কমে বা স্থির থাকে বা কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু পাশাপাশি আয়বণ্টনের বৈষম্যও বাড়বে। সেক্ষেত্রে দেশের ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। সুতরাং, যদি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বণ্টনের বৈষম্য কমে তবেই তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে। **দ্বিতীয়ত**, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তনও ঘটতে হবে। এর অর্থ হল, জাতীয় আয়ের বেশি অংশ মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্র থেকে আসতে হবে এবং জনসংখ্যার বেশি অংশ এই দুই ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে হবে। যদি মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ে কিন্তু দেশের উৎপাদন কাঠামো (output structure) এবং পেশাগত কাঠামোর (occupation structure) কোন পরিবর্তন না ঘটে, তবে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে কিনা, সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এ সমস্ত বিষয় মাথায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং যার ফলে মোট এবং আনুপাতিক হিসাবে দেশের দরিদ্র জনসংখ্যা কমে এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে।**

1.2. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক (Indicators of Economic Development) :

আমরা বলেছি যে, সাধারণভাবে **অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন দেশের মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধি পায় এবং দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে।** এই সংজ্ঞা থেকে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পেতে পারি। **প্রথমত**, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি প্রক্রিয়া অর্থাৎ বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। **দ্বিতীয়ত**, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লে তবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা হবে। এর অর্থ হল, প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে। **তৃতীয়ত**, 'প্রকৃত' আয় বৃদ্ধি ঘটতে হবে, 'আর্থিক' আয় নয়। **চতুর্থত**, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে হতে হবে। **পঞ্চমত**, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটতে হবে।

যেহেতু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা তা দেখার জন্য মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেড়েছে কিনা তা দেখা হয়, তাই মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটা সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে, মাথাপিছু প্রকৃত আয় হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় সূচক। কিন্তু এই সূচকেরও নানা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচক নির্দেশ করেছেন। সাধারণভাবে, **অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলত চারটি সূচকের কথা বলা হয়। এই চারটি সূচক হ'ল : মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার বাস্তব মানের সূচক, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানব উন্নয়ন সূচক।** আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই চারটি সূচক নিয়ে একে একে আলোচনা করবো।

A. মাথাপিছু আয় (Per Capita Income) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে জনপ্রিয় নির্দেশক হল মাথাপিছু প্রকৃত আয়। অন্যান্য বিষয় সমান বা

অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায়, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর উচ্চ এবং মাথাপিছু প্রকৃত আয় কম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নিম্ন বলে ধরা যেতে পারে।

এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় $= \frac{\text{মোট প্রকৃত জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$।

প্রতীকের সাহায্যে লিখতে গেলে, $y = \frac{Y}{P}$. এখন, মাথাপিছু প্রকৃত আয় (y) বাড়তে পারে যদি মোট জাতীয় আয় (Y) দেশের মোট জনসংখ্যা (P) অপেক্ষা বেশি হারে বাড়ে। এটি খুব সহজেই দেখানো যায়।

$y = \frac{Y}{P}$ এই সমীকরণের উভয় পক্ষে log নিয়ে পাই, $\log y = \log Y - \log P$. উভয়পক্ষকে সময়ের (t) সাপেক্ষে অবকলন করে পাই, $\frac{1}{y}\frac{dy}{dt} = \frac{1}{Y}\frac{dY}{dt} - \frac{1}{P}\frac{dP}{dt}$

অর্থাৎ মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার = প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার – জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। সুতরাং, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার ধনাত্মক হতে গেলে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হতে হবে। সেক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়বে। সুতরাং, মাথাপিছু আয় সূচক অনুযায়ী, যদি কোনো দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ঐ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে বলা যাবে।

আমরা আগেই বলেছি যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক সবচেয়ে জনপ্রিয়। কয়েকটি কারণে এই সূচককে পছন্দ করা হয়। **প্রথমত**, মাথাপিছু আয় ক্রমবর্ধমান হলে মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, দেশটির উন্নতি ঘটছে। একথা অনস্বীকার্য যে, মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। কিন্তু এই গড় ক্রমাগত বাড়লে তা নির্দেশ করে যে, মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের প্রাপ্তি বাড়ছে। **দ্বিতীয়ত**, অনুন্নত দেশে উন্নয়ন পরিমাপ করতে হলে মাথাপিছু আয় সূচক সবচেয়ে উপযোগী। কেননা এই সূচকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনা না করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না। **তৃতীয়ত**, বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর তুলনা করতে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের কৃতিত্ব তুলনা করতে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সূচক বিশেষ উপযোগী। যে দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় যত বেশি, সেই দেশ তত উন্নত বলে ধরা যেতে পারে।

এখন, মাথাপিছু 'প্রকৃত' জাতীয় আয় বাড়লে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যায়—'আর্থিক' আয় নয়। যদি উৎপাদনের পরিমাণ একই থাকে এবং শুধুমাত্র দামস্তর বাড়ে, তাহলে আর্থিক আয় বাড়বে, প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাড়বে না। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বলা যাবে না। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। আবার, যদি প্রকৃত জাতীয় আয় কমে এবং জনসংখ্যা যদি বেশি হারে কমে, তাহলে মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যাবে না। সুতরাং মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়লেই দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে তা বলা যায় না। এজন্য কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ (যেমন, কুজনেৎস্) মোট প্রকৃত জাতীয় আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে ব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন।

কিন্তু প্রকৃত জাতীয় আয়কে উন্নয়নের সূচক হিসাবে ধরলে অনেক উদ্ভট সিদ্ধান্ত (odd conclusions) বেরিয়ে আসতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয় সুইডেনের জাতীয় আয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে। তাহলে ভারতকে সুইডেন অপেক্ষা উন্নততর বলতে হয়। কিন্তু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে দেখলে আমরা বলতে পারি যে, সুইডেন ভারত অপেক্ষা বেশি উন্নত কারণ সুইডেনের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ভারতের চেয়ে বেশি এবং সুইডেনের জীবনযাত্রার মান উন্নততর। আবার, কোনো দরিদ্র দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ধনী দেশ অপেক্ষা বেশি হতে পারে। দরিদ্র দেশের প্রাথমিক মোট আয় কম হওয়ার দরুন এটা হতে পারে। সেক্ষেত্রে জাতীয় আয়কে বা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে উন্নয়নের সূচক বলে ধরলে আমাদের

দরিদ্র দেশটিকে উন্নততর বলতে হয়। সেটি ভুল সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার আমাদের সঠিক চিত্র দিতে পারে। তাই জাতীয় আয় অপেক্ষা মাথাপিছু আয়ই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভালো সূচক।

অবশ্য মাথাপিছু আয় সূচকেরও কতকগুলো অসুবিধা আছে। **প্রথমত**, মাথাপিছু আয় গড় হিসাব মাত্র। আমরা আগেই বলেছি যে, জাতীয় আয় না বেড়ে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা চলে না। **দ্বিতীয়ত**, মাথাপিছু আয়ের হিসাবে আয়বণ্টনকে ধরা হয় না। যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের আয় কমে এবং অল্প কয়েকজনের আয় বাড়ে, তাহলেও মাথাপিছু আয় বাড়তে পারে। কিন্তু তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তা বলা যাবে না। **তৃতীয়ত**, মাথাপিছু আয় বাড়লেই জীবনযাত্রার মান বাড়ে একথা সর্বদা সত্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারী দেশগুলোর মাথাপিছু আয় আমেরিকার সমতুল্য বা তার থেকেও বেশি। কিন্তু ঐ দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে আমেরিকার ন্যায় উন্নত নয়। **চতুর্থত**, যদি মাথাপিছু আয় একই থাকে, তাহলেও দরিদ্র জনসাধারণকে জীবনধারণের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যোগান দিলে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। যেমন, জনস্বাস্থ্য পরিসেবা, নিরাপদ পানীয় জল প্রভৃতির যোগান বাড়লে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। **পঞ্চমত**, যদি জাতীয় আয় বাড়ে এবং যদি জনসংখ্যা স্থির থাকে অথবা আয় অপেক্ষা কম হারে বাড়ে, তাহলে মাথাপিছু আয় বাড়বে। কিন্তু, ধরা যাক, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি পাওয়া গেছে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে অথবা পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় এমন সম্পদ ব্যবহার করে। তাছাড়া, জাতীয় উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষণ বেড়েছে অথবা কোন শিল্পসংশ্লিষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এমন হতে পারে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় বাড়লেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে বা জীবনযাত্রার মান বেড়েছে তা বলা যায় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু আয়ের এসমস্ত নানা অসুবিধা থাকার জন্য অর্থনীতিবিদগণ উন্নয়ন পরিমাপের জন্য বিকল্প সূচকের কথা বলেছেন। এরূপ একটি বিকল্প সূচক হ'ল জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক। আমরা এখন এই সূচকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

(B) জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI (Physical Quality of Life Index) ঃ

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেও এই সূচকের কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা আছে। এজন্য বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য কিছু বিকল্প সূচকের কথা বলেছেন। তাঁরা কিছু সামাজিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধরনের সূচককে সামাজিক সূচক (social indicators) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই শ্রেণিতে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলত তিনটি সূচক রয়েছে, যথা, জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক (Physical Quality of Life Index) বা সংক্ষেপে PQLI, মৌল প্রয়োজন পূর্তির দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Needs Approach) এবং মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) বা সংক্ষেপে HDI.

জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI গঠন করেন Morris D. Morris এবং আরও কয়েকজন অর্থনীতিবিদ। তাঁদের যুক্তি হল, উন্নয়নে আয় সূচক শুধুমাত্র দ্রব্য ও সেবাকার্যের পরিমাণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং জীবনযাত্রার গুণগত মানকে পুরোপুরি অবজ্ঞা করে। অথচ উন্নয়নের কাজই হল এই জীবনযাত্রার মানের উৎকর্ষ বাড়ানো। এজন্যই তাঁরা জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক গঠন করেন। এটি একটি যৌথ (composite) সূচক। এই সূচকের মূলকথা হ'ল, শুধু জাতীয় বা মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেলেই হল না, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হওয়া দরকার। এই জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি বিভিন্ন সূচকের দ্বারা পরিমাপ করা যায়। মরিস তিনটি সূচকের উল্লেখ বা ব্যবহার করেছেন। সেগুলো হ'ল : গড় আয়ু প্রত্যাশা বৃদ্ধি, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি। Morris এই তিনটি সূচকের সরল যৌগিক গড় নিয়ে জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক বা PQLI গঠন করেছেন।

মরিসের এই সূচকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান কীরূপ